

প্রজন্ম স্মৃতি

সংকলন : মিস্টার ডিম



গার্ডিয়ান

পা ব লি কে শ ন স

প্রকাশকের কথা

ব্যক্তির ক্ষুধা লাগে, খেয়ে সামলে নিতে হয়। সামষ্টিকভাবে প্রজন্মেরও কি ক্ষুধা থাকতে পারে; বিশেষ করে যুব-প্রজন্মের? ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণ করতে না পারলে পরিণতি কী—আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু যুব-প্রজন্মের ক্ষুধা নিবারণের পরিণতি কী—আদতে কি তা বুঝি? প্রশ্নটা নৈর্ব্যক্তিক হলে ভালো হতো; উত্তরের জন্য অনেক অপশন থাকত।

উত্তর নৈর্ব্যক্তিক মেনে একটা অপশন ধরি—যুব-প্রজন্মের ক্ষুধা আছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা। এতটা তীব্র ক্ষুধা, যা নিবারণে ব্যর্থ হলে পুরো প্রজন্ম মরে যায়; এমনকি প্রজন্ম তার পথ হারিয়ে অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।

কী সেই ক্ষুধা? সে ক্ষুধার যন্ত্রণাই-বা কত? এই গ্রন্থে আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করব। পরিমাপ করব—ক্ষুধায় আমাদের যুব-প্রজন্ম কতটা কাতরাচ্ছে। আমরা খুঁজে দেখব, ঠিক কী খাবার এখন তাদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি এবং কতটুকু পরিমাণ খাওয়াতে হবে।

‘প্রজন্ম ক্ষুধা’ গ্রন্থে ৩০ জন ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখেছেন। না, এই ৩০ জন কোনো মেডিকেল সাইন্স-এ পড়া ডাক্তার নন; তারা একুশ শতকের তরুণ-যুব প্রজন্মকে বোঝার চেষ্টায় রত একদল গবেষক ও চিন্তক। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফেসবুক গ্রুপ ‘মিম্বার’ ‘যুবসমাজের সমস্যা ও সমাধান’ শিরোনামে একটি অনলাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ১২৩৫ জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে সেরা ৩০ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী ৩০ জনের লেখাগুলো নিয়েই ‘প্রজন্ম ক্ষুধা’ নামক এই বই।

আমাদের প্রজন্মের তরুণরা ঠিক কীভাবে সমাজব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ করছে, কীভাবে যুব-সমস্যাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করছে, আর কীভাবেই-বা সেগুলো সমাধানের প্রত্যাশা করছে—প্রজন্ম ক্ষুধা গ্রন্থে আমরা তা খুঁজে পাব, ইনশাআল্লাহ। আর আগামী প্রজন্মকে গড়তে হলে আজকের যুব-প্রজন্মের ক্ষুধা নিবারণ যে খুবই জরুরি!

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

২০ জুন, ২০২১

বাংলাবাজার, ঢাকা

সম্পাদকীয়

ফেসবুক গ্রুপ মিম্বার। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো একটি অনলাইন প্ল্যাটফরমে পরিণত হয়েছে। মিম্বার যেন মেধাবীদের উন্মুক্ত এক আসর। নিয়মিত এখানে নানান প্রতিযোগিতা, ওয়েবিনার ও আড্ডার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও গল্প, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ সাহিত্য নিয়ে একাডেমিক ধাঁচের হাজারও লেখা পাওয়া যাবে মিম্বারে। এর সবকিছুতেই থাকে শেখার অনন্য কিছু উপকরণ।

গত বছরের শেষদিকে ‘যুবসমাজের সমস্যা ও সমাধান’ শিরোনামে আমরা একটি অনলাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। তরুণদের আহ্বান জানানো হয়েছিল তাদের কলমে বর্তমানে যুবসমাজের সংকট ও সমস্যাগুলো তুলে ধরা এবং সমস্যার আলোকে সমাধান দেওয়ার জন্য। অনেকটা গবেষণাধর্মী কাজ। প্রায় ১২৩৫ জন প্রতিযোগী উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। একেকজন একেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুব-সমস্যাকে দেখেছেন, অতঃপর তা সমাধানের উপায় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তন্মধ্যে ৩০টি লেখাকে আমরা বিজয়ী ঘোষণা করি।

লেখাগুলো তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী। মিম্বার টিম সেগুলো মলাটবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বাংলাদেশের যুব-সমস্যা নিয়ে এমন গবেষণাধর্মী লেখা একেবারেই মৌলিক, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের চিন্তামুক্ত করেছে, আলহামদুলিল্লাহ! আর সেই লেখাগুলো নিয়েই ‘প্রজন্ম ক্ষুধা’ বইটি। লেখকদের অভিনন্দন। গার্ডিয়ান টিম এবং টিম মিম্বারের দীর্ঘদিনের পরিচর্যা, সম্পাদনা শেষে বইটি আলোর মুখ দেখল। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের দিয়ে কাজটি করিয়েছেন। ৩০ জন লেখক, ক্ষুদ্রে গবেষকের চিন্তায় যুবকরা আলোর মশাল পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

নিবেদক

মিম্বার টিম

সূচিপত্র

| | |
|---|-----|
| মগজধোলাই শাহেদ সাদিক | ১১ |
| তাজকিয়া একাডেমি : একটি দুরূহ স্বপ্ন আসিফ মাহমুদ | ৩১ |
| মুসলিম নারী জাগরণ : প্রত্যাশা ও বাস্তবতা ফারজানা তাহিরা | ৪৮ |
| ইঁদুর দৌড় মিম বিনতে নজীর | ৫৭ |
| অস্বীকৃত এক মহামারি আল জিহাদ ইমন | ৬৫ |
| বন্ধু : আল হুবু ফিল্লাহ এহসানউদ্দিন জুয়েল | ৯৩ |
| যুব নেতৃত্বের সংকট : একটি পর্যালোচনা রাশেদুল হাসান রিফাত | ৯৯ |
| চিরশত্রুর ফাঁদ : ভেদ করার উপায় তরিকুল ইসলাম তারেক | ১০৭ |
| বর্তমান যুব-সমস্যা : ডিপ্ৰেশন ও মুক্তির উপায় তানবীর আহমেদ | ১১৭ |

| | |
|--|-----|
| ১২০ ডেসিবেল, শ্রুতি যন্ত্রণা ও গান-বাজনা মোহাম্মদ ইরফান হোসেন | ১২৯ |
| যুবসমাজ ও সিনেমা তানভীর হায়দার | ১৫৪ |
| ভাল্লাগে না : একটুখানি বিজ্ঞান, এক চিলতে ইসলাম খন্দকার মাহমুদ উল হাসান মুজু | ১৬৫ |
| অবৈধ প্রেম আসক্তি এবং পরিত্রাণের উপায় মোরশেদুল আলম মেহরাব | ১৭১ |
| আলোর মশাল তোমার হাতেই শারিন সফি অদ্রিতা | ১৭৯ |
| বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপননীতির ছোবল ইরফান উদ্দীন | ১৮৭ |
| যুবসমাজ : হতাশা ও করণীয় কানিজ ফাতিমা | ১৯২ |
| নেশার নীল ছোবল এবং ইসলামের দিশা মনির আহমেদ মনির | ২০২ |
| ডিজিটাল মিডিয়া ডায়েট আবিদা হোসাইন মদীনা | ২১১ |
| এখনই সময় ইরফান সাদিক | ২২৬ |
| চোখের রোগ ও ব্যবস্থাপত্র তাওহীদুল ইসলাম | ২৪৩ |
| প্রজন্মের দুঃখবোধ : কারণ ও প্রতিকার আম্মার-উল-হক | ২৫৩ |
| যুব সমস্যা ও সমাধান; প্রসঙ্গ : বেকারত্ব | ২৫৯ |

মাসরুর আহমদ

| | |
|--|-----|
| সংস্কৃতির ভুল বার্তা এবং পথভোলা যুবকের মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ নাশাত শাকিল | ২৬৯ |
| পুত্রবধূ সাউদিয়া আল গাজী | ২৮২ |
| রাষ্ট্র ও রাজনীতি : গোলকর্ধাধায় যুবসমাজ জান্নাত মিম | ২৯৭ |
| ট্রেন্ডের পালে যুবসমাজ রুমানী রুমি | ৩০৮ |
| ডিপ্রেশন : কারণ ও করণীয় আব্দুস সবুর রাকিব | ৩১৭ |
| সময়ের ডায়েরি তাহরাতুন তাইয়েবা | ৩২৬ |
| অনলাইন আসক্তি নিয়ন্ত্রণ জেবা ফারিহা | ৩৩৫ |
| সূর্যোদয়ের বেদনা আব্দুল আজিজ রিদওয়ান | ৩৩৯ |

মগজধোলাই

কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে একটা মানচিত্র নিয়ে গেলেন। গন্তব্যে পৌঁছে দেখলেন—এখানে একটা চিড়িয়াখানা থাকার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে আছে কুঁড়েঘর। নিশ্চিত বুঝে নিন, আপনার মানচিত্রে ভুল আছে। বর্তমান যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে, কিন্তু সমস্যা হলো—তারা সেটা বুঝছে না কিংবা মানতেও নারাজ। আলহামদুলিল্লাহ! যুব-সমস্যা নিয়ে অনেকেই মুখ খুলছে, তবে এখানে আমরা একটু ভিন্ন চোখে সমস্যাগুলো অনুসন্ধান করব।

যুবকদের যদি বলা হয়—‘এটা একটা সমস্যা’, তারা উলটো বলে বসে—‘আরে ভাই! এটাই তো স্বাভাবিক। সমস্যা হলেন আপনি আর আপনার মতো লোকজন।’ অর্থাৎ তারা সমস্যাকে স্বীকার করতে নারাজ; প্রকৃত অর্থে এটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। যুবকদের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার খুবই শক্তিশালী জাল সমাজের চারিদিকে বিছানো আছে। এরা যুবকদের বুঝ দিতে সক্ষম হয়েছে—এটা খারাপ না; বরং এটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে তারা সবাইকে এক কাতারে আনতে সক্ষম হচ্ছে। কেউ তাদের মতের না হলে সে কাতার থেকে বেরিয়ে যায়। সবাই তাকে বলে কাতারছাড়া—ব্রেনওয়াশড; অথচ প্রথম কাতারবাসীই প্রকৃত ব্রেনওয়াশড, মগজধোলাই।

‘Pressurize (someone) into adopting radically different beliefs by using systematic and often forcible means.’ অর্থ—নিয়মিত এবং প্রায়শই বল প্রয়োগের উপায় ব্যবহার করে (কাউকে) ভিন্ন বিশ্বাস গ্রহণে চাপ দেওয়াকে মগজধোলাই বলে।

আপনাকে স্বাগত। আপনি আমাদের ব্রেনওয়াশড ভাবেন, ধন্যবাদ। আমাদের গাড়িতে উঠুন, আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনি। মানচিত্র নির্ভুল তো গন্তব্য সহিহ।

ওয়ার্মআপ

গত এক শতাব্দীর মধ্যে উদ্ভূত কিংবা অতীতের কোনো সমস্যা—যা গত ১০০ বছরে ব্যাপক বিস্তৃত লাভ করেছে, এমন দুই ধরনের সমস্যার ভেতরে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই সমস্যাগুলোই মূলত যুবকদের মগজধোলাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত হচ্ছে। প্রশ্ন করতে পারেন, এগুলোকে আমরা সমস্যা বলেছি কেন?

ইসলাম বলেছে সমস্যা, তাই আমরাও সমস্যা বলছি। মাপকাঠি আল কুরআন; যদিও বাস্তবেই এগুলো সমস্যা। কখনো আমরা সমস্যাগুলোর পরকালীন ক্ষতির কথা, কখনো দুনিয়াবি আবার কখনো উভয়টাই আলোচনা করব। আপনি শুধু চিন্তা করবেন—এটাই যথেষ্ট।

দূরদর্শী পরিকল্পনা

একটা উদাহরণ দিয়ে যাত্রা শুরু করি। এ দেশের জনগণ বিশেষত প্রবীণ ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা সমকামিতাকে পুরোপুরি নেতিবাচক হিসেবে দেখে। অনেকে বিষয়টা সম্পর্কে জানেই না, আর জানলেও ঘৃণা করে। এখন কাউকে সমকামিতার পক্ষে সমর্থন করাতে হলে তাকে এর পক্ষে নানা ইতিবাচক যুক্তি দেখিয়ে তার মত ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে হবে। এভাবেই ধীরে ধীরে মগজধোলাই সম্ভব।

আমরা দেখব, যুবকদের সমস্যায় ফেলে কিংবা মগজধোলাই করে কে বা কারা উপকৃত হচ্ছে। কল্পনা করুন, মিডিয়ায় প্রোপাগান্ডা চালিয়ে এবং কোনোভাবে গায়ের জোরে দেশে সমকামিতা বৈধ ঘোষণা করা হলো। সমকামিতা বৈধ হলেই কিন্তু জনগণ এর অনুকূলে আসবে না। কিন্তু এখন থেকে ৫০/১০০ বছর পরে বাচ্চারা এটাকে স্বাভাবিকভাবে দেখেই বড়ো হবে। তারা ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন কার্টুন, নিউজ, পারিপার্শ্বিকতায় সমকামিতা দেখে বড়ো হবে এবং যুবক বয়সে সিনেমা ও বন্ধুদের আলোচনায় জানবে—এই কাজটা বৈধ, এটা স্বাভাবিক, এটি আধুনিক। ফলে সমকামীদের প্রতি সে সহানুভূতিশীল হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো—যখন জানবে এই স্বাভাবিক কাজটা ইসলামে হারাম, তখন সে হয় সমকামিতাকে প্রশ্ন করবে, নতুবা ইসলামকে। কিন্তু অতীতের মগজধোলাই অনুসারে সে প্রশ্ন করবে ইসলামকে। আর যখন জানতে পারবে ইসলামে সমকামীদের হত্যা করতে বলা হয়েছে, তখন সে হয়ে উঠবে ইসলামবিদ্বেষী। শয়তানের পরিকল্পনা কতটা দূরদর্শী! সে অনাগত বাচ্চাদের নিয়েও চিন্তা করে রেখেছে।

হালাল রিলেশনশিপ ও হালাল প্রতারণা

গাড়িটা একটু স্লো করলাম। রাস্তার পাশের তিনতলা ভবন। দেয়ালে কতগুলো পোস্টার আর দালানের ওপরের দিকে সাতটি বৃহৎ ছিদ্র। টিকিট কাউন্টারের সামনে এক সারি লোক। একটা সিনেমা হল। আজ বাংলার প্রতিটি ঘরই একেকটা মিনি সিনেমা হল।

ছোটবেলা থেকে আমাদের শিশুরা বিটিভির পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি দেখে বড়ো হয়েছে। এখন তো চ্যানেলের অভাব নেই; বড়োরা নাটক, সিরিয়াল, মুভি আর ছোটোরা কার্টুন। এগুলো বিনোদন দিচ্ছে, একই সঙ্গে আরেকটা জিনিস দিচ্ছে—বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে বৈধতা। এই সময়ে এমন মুভি পাওয়া প্রায় অসম্ভব, যেখানে এই বিষয়টা নেই; কেন জানি অপ্রাসঙ্গিক হলেও থাকতেই হবে। তারা এসবের মধ্যেই বড়ো হচ্ছে, শিখছে আর পরে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে। সময়ের পরিক্রমায় যখন জানছে—ইসলামে এসব হারাম, তখন কার প্রতি বিতৃষ্ণা লাগে? ইসলামের প্রতি।

কারণ, ইসলাম একটা সমাধান দিচ্ছে (বিয়ে)—যা সম্ভব না (প্রেমিক যে শিক্ষিত বেকার^৩)। তখন তারা ইসলামকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পার্ক, লিটনের ফ্ল্যাট আর যিনার জগতে প্রবেশ করছে। কারণ, ছোটবেলা থেকেই যে তারা ব্রেনওয়াশড। এর মাঝে দুই-একটা গুরাবাদের^৪ (আগম্ভক) দেখা যায়। এরা কোনো মেয়ের সাথে কথা বলা তো দূরে থাক, তাকায় না পর্যন্ত। উলটো এদেরই আমরা বলি ব্রেনওয়াশড। বাহ! সে যাহোক, এবার আসা যাক ফলাফলে।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত গর্ভপাত অবৈধ। তারপরও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গুতম্যাকার ইনস্টিটিউটের ২০১৪ সালের জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশে বছরে গর্ভপাত হয় প্রায় ১২ লাখ।^৫ এটা তো হিসাবের ভেতরে; হিসাবের বাইরে যে আরও কত বেশি আছে—তা কে জানে! তা ছাড়া এই রিপোর্টটা প্রায় ছয় বছর পূর্বের। যারা গর্ভপাত করতে আসছে, তাদের মধ্যে ১৬ বছরের কিশোরী থেকে মধ্য বয়স্ক নারীও রয়েছে। বিয়ের পূর্বে অনেকেই অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের কারণে গর্ভবতী হওয়ায় বাধ্য হয়ে গর্ভপাত করেছে।^৬ এটা শুধু রাজধানীর খবর। এ ছাড়াও রাজধানীতে বিভিন্ন অলিগলি ও ময়লার ডাম্পিং স্টেশনে প্রায়ই অপরিণত শিশুর ভ্রূণ পাওয়া যাচ্ছে।

তাজকিয়া একাডেমি : একটি দুর্লভ স্বপ্ন

এক

সকাল সকাল তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি। শার্টটা ইঞ্জি করা হয়নি, নাশতাটুকুও হয়নি। আবিঃ আমার ছোটো ছেলেটা বেরোনোর সময় হাতে চকলেট দিয়ে বলেছে, ‘লাস্তায় কাবা।’ সেটা হাতে নিয়ে তার গালে চুমু ঝুঁকে বেরিয়েছি। বাসা থেকে বেরিয়েই অনলাইনে ডাকা ক্যাবটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। উঠে বসতেই ক্যাব চলতে শুরু করল, কিন্তু কেমন যেন বিমবিম শব্দ!

পরে বুঝতে পারলাম, মাথার মধ্যেই এমন শব্দ হচ্ছে। রাতে ঘুমোতে দেরি হয়েছিল, তাই মাথাটা বিম ধরে আছে। হয়তো ভাবছেন, আমি এত সকাল সকাল তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছি? যাচ্ছি একটি রিপোর্ট তৈরি করতে। ‘তাজকিয়া একাডেমি’ নামে একটি সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শাখায় যাচ্ছি। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামি একাডেমি।

২০৩৫ সালে এসেও বাংলাদেশের মতো সেকুলার দেশে একটি ইসলামি প্রতিষ্ঠান সারাদেশে ত্রিশের অধিক শাখা নিয়ে কীভাবে গেড়ে বসে আছে, এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী, এর সাথে কোনো রাজনৈতিক কিংবা উগ্রবাদী সংগঠনের সংযোগ আছে কি না—এ নিয়ে তদন্ত করতে আমাকে পাঠানো হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে।

একটা গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যাচ্ছি। যদি সত্যিই কোনো উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র পাওয়া যায়, তাহলে তা আমার জন্য আশঙ্কাজনক হবে। কিন্তু কী আর করার! সরকারের গোলামি করি, ঝুঁকি না নিলে তো আর চলে না। এই জন্যই তো তারা আমাকে পয়সা দেয়! আবার একাডেমির পক্ষে যদি রিপোর্ট লিখি, তাহলেও সমস্যা। সরকারের পক্ষ থেকে মৌলবাদী ট্যাগ খাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। অনেকটা উভয়সংকট নিয়েই রিপোর্ট তৈরি করতে যাচ্ছি।

গাড়ি একাডেমির গেটে এসে দাঁড়াল, সকাল আটটা ছুঁইছুঁই। ভাড়া মিটিয়ে ঢুকতেই দারোয়ান সালাম দিলো। ভেতরে প্রবেশ করে আমার চক্ষু চড়কগাছ! এটাই একাডেমির প্রধান শাখা? মাত্র চারটি বিল্ডিং, তা-ও ছোটো ছোটো! প্রশাসনিক ভবনটি তিনতলা, একাডেমিক ভবন আর আবাসিক ভবন

চারতলা করে, আর একটি মসজিদ—এতটুকুই! এত বড়ো প্রতিষ্ঠান, সারা দেশে যার ত্রিশটিরও অধিক শাখা, অথচ তার প্রধান শাখা এত সাদামাটা! অবাক না হয়ে পারলাম না। তবে একটি জিনিস চোখে পড়ার মতো। জায়গাটা বেশ সুন্দর ও পরিপাটি। ভেতরে প্রচুর গাছগাছায় ভরপুর—বিশেষত ফুল ও ফলের গাছ। সবকিছুই গোছানো ও পরিষ্কার।

প্রথমে প্রশাসনিক ভবনে গেলাম। চেয়ারম্যানের রুমের সামনে আসতেই দরজায় দাঁড়ানো পিয়ন সালাম দিয়ে পরিচয় জানতে চাইল। পরিচয় বলতেই তড়িঘড়ি করে রুমে ঢুকে পড়ল। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই বের হয়ে বলল, ‘হুজুর আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন।’ হুজুর! হাউ ট্রিপিক্যাল! ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল।

হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় শুভ দাড়িওয়ালা একজন লোক বসে আছেন। নাম মাওলানা আবিদ উল্লাহ। তিনি এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পড়াশোনা করেছেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অনেকে তাকে আবিদ উল্লাহ মাদানিও বলেন। আগেই তার ব্যাপারে ঘেঁটে এসেছি। ভদ্রলোক ছবির চেয়ে বাস্তবেই বেশি চমৎকার দেখতে। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা ছবিগুলোতে তাকে সচরাচর কোট-টাই পরে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু আজ তিনি পাঞ্জাবি পরেছেন। আমি রুমে ঢুকতেই সহাস্যে বললেন—‘আসসালামু আলাইকুম। আসুন আকরাম সাহেব, বসুন!’

গিয়ে বসলাম। তিনি চায়ের অর্ডার দিলেন। রুমটি বেশ পরিপাটি। ফাইলপত্র সব টেবিলে স্তূপ করে না রেখে পাশে একটি শেলফে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা। টেবিলের ওপর আছে কুরআন মাজিদ, মুসনাদে আহমাদ আর আকিদাসংক্রান্ত দুটি বই। সেইসঙ্গে আছে, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মাসিক ‘তাজকিয়া ম্যাগাজিন’। ভদ্রলোক ভরাট কণ্ঠে বললেন—‘তারপর বলুন, কেমন আছেন?’

‘আর ভালো কীভাবে থাকলাম? এই যে সাতসকালে এসে হাজির হতে হলো। আপনারা তো ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ভালোই আছেন, আর আমরা সরকারের গোলামি করতে ব্যস্ত!’

‘আমরাও তো আল্লাহর গোলামিই করছি ভাই।’ হাসিহাসি মুখ নিয়েই বললেন আবিদ উল্লাহ সাহেব। কথাটি আমার জন্য পজিটিভ না কি নেগেটিভ—সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। ততক্ষণে চা চলে এসেছে। চুমুক দিতে দিতে বললাম— ‘কার হয়ে কী কাজ করছেন, তা জানতেই এলাম। কিছু তথ্য আপনাকে দিতে হয় যে মুহতারাম।’

‘আপনিই প্রথম নন আকরাম সাহেব; এর আগেও ১৮ জন এসেছেন। সবাই আমাদের নিয়ে পজিটিভ রিপোর্ট করেছেন। আর সেজন্যই একের পর এক নতুন পরিদর্শক পাঠানো হয়েছে। কারণ, সরকারের প্রয়োজন একটা নেগেটিভ রিপোর্ট!’

হাসিহাসি মুখে বললেও এই কথার পেছনে আবিদ সাহেবের একটা চাপা কষ্ট আর ক্ষোভ দেখতে পেলাম। জবাব দিলাম না। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

দুই

মাওলানা আবিদ উল্লাহর সাথে কথা বলে তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একটা ছোটোখাটো ধারণা পাওয়া গেল।

বছর দশেক আগে তিনি এবং তাঁর তৎকালীন কয়েকজন সমচিন্তার মানুষদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে এই প্রতিষ্ঠান। তবে একাডেমির আইডিয়া এসেছিল তারও প্রায় পাঁচ বছর আগে। ‘তাজকিয়া একাডেমি : একটি দুর্কহ স্বপ্ন’ শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে দ্বীনি মহলে তা বেশ সমাদৃত হয়। তখন থেকে দ্বীনি কমিউনিটির কতিপয় স্বপ্নবাজ একটি একাডেমির স্বপ্ন লালন করা শুরু করে, যার পরিণত রূপ আজকের এই একাডেমি।

মাওলানা আবিদ উল্লাহর ভাষ্যমতে—‘অধঃপতনে চলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের আলোর পথে পরিচালনা’র লক্ষ্য নিয়ে তারা গড়ে তুলেছিলেন প্রতিষ্ঠানটি। এমন একটি সময়ে দাঁড়িয়ে তারা প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করিয়েছিলেন, যখন যুবসমাজ ছিল ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। মাওলানা আমাকে হাতের কড়ে গুনে গুনে কয়েকটি সমস্যা বললেন, যেগুলোর সমাধানের লক্ষ্যেই মূলত তাদের এই প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়েছিল। যেমন—

- দ্বীনি শিক্ষার অভাব
- পর্নোগ্রাফি
- মাদকাসক্তি
- হারাম সম্পর্ক
- ডিপ্রেসন
- পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং লিবারেলিজমের অনুপ্রবেশ।

এরপর তারা কী করলেন? এর জবাবে তিনি জানালেন, তারা একাডেমিক ও সোশ্যাল সার্ভিস দুটোই চালু করেছিলেন। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানের এই অ্যাপ্রোচ দুটোকে খানিকটা এভাবে বলেছিলেন—

একটি হচ্ছে তাঁদের একাডেমিক সাইড। একাডেমিক সাইডের দুটো ভাগ : একটি হচ্ছে কোর্সভিত্তিক, আর অন্যটি আমরণ। কোর্সভিত্তিক যেটি, সেখানে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া হবে, খারাপ আসক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ট্রেনিং হবে এবং এটি কয়েক বছরের কোর্স; বেশিরভাগই চার বছর। আর আমরণ যেটি তা হচ্ছে—চিরতরে এই প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়ে যাওয়া। এখান থেকেই জীবিকার ব্যবস্থা, বিদেশে পড়াশোনার ব্যবস্থা, মোদ্বাকথা বাকি জীবনের গতি এখান থেকেই হয়ে যাবে।

বর্তমান যুব-সমস্যা : ডিপ্রেশন ও মুক্তির উপায়

বিজ্ঞানের বদৌলতে আবিষ্কৃত হয়েছে শত শত ভোগবিলাসের উপকরণ। মানুষ আজ ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, পৌঁছে গেছে চাঁদে। সীমাহীন ভোগবিলাস ও শারীরিক সুখের নেশায় মত্ত মানুষ আজ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের থেকে। ফলে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিরাজ করছে এক হিমশীতল একাকিত্ব। এই নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের বিষাক্ত ছোবলে দংশিত হয়ে মানুষ আজ সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে না পারার দরুন অল্পতেই ভেঙে পড়ে, হতাশগ্রস্ত হয়।

এই হতাশাই দীর্ঘদিন পুঞ্জীভূত হতে শুরু করলেই মানুষ অবসাদগ্রস্ত তথা ডিপ্রেশনে পতিত হয়। নৈরাশ্য ও অসহায়ত্বের গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে জীবনে। সারা বিশ্বেই ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা এক ভয়াবহ ব্যাধি বলে স্বীকৃত—যা প্রতিদিন তরুণদের মধ্যে সदा সম্প্রসারণমান। তাই এই মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে—বিষণ্ণতা কী? কেন হয়? বিষণ্ণতার লক্ষণগুলো কী? সর্বোপরি ডিপ্রেশনসংক্রান্ত ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে মুক্তি মিলে খুব সহজে।

ডিপ্রেশন কী

বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ ‘ডিপ্রেশন’। তবে এই শব্দটির ভুল ব্যবহারও হয়ে থাকে প্রচুর। অনেক সময় দুঃখবোধ (Sadness) ও বিষণ্ণতাকে (Depression) এক বলে মনে করা হয়। দুঃখবোধ হলো সাময়িক মন খারাপ—যা অল্প কিছু সময় পরেই ঠিক হয়ে যায়। এর জন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

অন্যদিকে, ডিপ্রেশন দীর্ঘকালীন সমস্যা—যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরামর্শের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর দেওয়া নিয়মাবলি (গাইডলাইন) অনুযায়ী, অবসন্ন মন (লো মুড), শক্তিহীনতা (লো এনার্জি) ও উৎসাহহীনতা (লো ইন্টারেস্ট)-কে ডিপ্রেশনের নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অ্যারন বেক-এর তত্ত্ব অনুযায়ী—নিজের, পরিবেশের এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা (নেগেটিভ ভিউ)-র সম্মিলিত প্রকাশই হলো ডিপ্রেশন—যা রোজকার জীবনে মারাত্মক প্রভাবও ফেলে। (Significant Socio-occupational impairment)

ডিপ্রেশনের কারণ

জীবন ও ভবিষ্যতের সম্পর্কে আশাহীনতা ও বেকারত্ব জন্ম দিচ্ছে হতাশার। গতিময় জীবনের স্রোতে ভেসে চলা আধুনিক মানুষ আজ বড়ো একা। নিঃসঙ্গ আধুনিক মানুষ ও তার মনের গহিনে জমতে থাকা হতাশায় ঠেলে দিচ্ছে অবসাদের দিকে।

তবে অনেকের ক্ষেত্রেই কিছু কমন কারণ থাকে—যার জন্য এ রোগের উৎপত্তি, যেমন : সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব বা অন্যান্য কাছের মানুষদের সাথে সম্পর্কহীনতা বা মতবিরোধ, কাছের মানুষের মৃত্যু, জীবনে বড়ো কোনো পরিবর্তন তথা চাকরি হারালে, অবসরে গেলে, আয় কমে গেলে, জায়গা পরিবর্তন করলে, বিবাহবিচ্ছেদ ও হারাম রিলেশনশিপের ব্রেকাপ, এমনকী নতুন বিয়ে করলেও অনেকে ডিপ্রেশনের শিকার হয়।

এ ছাড়াও মানসিক বা শারীরিকভাবে অবমাননার স্বীকার হলে, বড়ো ধরনের কোনো রোগ থাকলে, পরিবারে কারও ডিপ্রেশন থাকলে তা অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ সেবনের ফলেও কেউ কেউ বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়। যেমন : ব্রণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আইসোট্রেটিনিয়ন বা অ্যান্টিভাইরাল ‘ইন্টারফেরন-আলফা’ ও অ্যান্টি ক্যানসার জাতীয় ওষুধ সেবনেও অনেকে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে মানুষ বিষণ্ণতায় ভুগে থাকে। ব্যক্তিভেদে বিষণ্ণতার কারণে পার্থক্য দেখা যায়।

ডিপ্রেশনের লক্ষণ

কোনো মানুষ ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হলে কতগুলো লক্ষণ তার আচরণে ফুটে ওঠে। যেমন—

নিজের সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কিত কোনো কাজ যেমন : ছবি আঁকা, ছবি তোলা, গান গাওয়া, লেখালিখি, নাচ করা ইত্যাদি সব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং সেগুলো করার কোনো তাগিদ অনুভব করে না। সারাদিন শুয়ে-বসে থাকাকেই মনে হবে সবচেয়ে সহজ কাজ এবং এর বাইরে সকল কাজকেই বোঝা মনে হয়। একসময় যে কাজে খুব আনন্দ প্রদান করত, ডিপ্রেশন হয়ে যাওয়ার পর সে কাজেও কোনো আগ্রহই খুঁজে পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন যাবৎ অনিদ্রায় ভুগতে থাকে, ফলে সহজেই ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং রেগুলার খাদ্যাভাসে পরিবর্তন দেখা দেয়। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভোজন করে (Atypical Depression); নতুবা খাবারে অরুচি দেখা দেয় (Typical Depression)। ফলে ওজন দ্রুত বাড়বে বা কমে থাকবে—যা শরীরে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করে।

অবৈধ প্রেম আসক্তি এবং পরিত্রাণের উপায়

দুবার বাজল মোবাইলটা। একটা ম্যাসেজের শব্দ ঘুম ভাঙিয়ে দিলো সোহানের। মোবাইল হাতে নিয়ে দেখল ম্যাসেজটা—‘তাড়াতাড়ি উঠো ঘুম থেকে, পাঁচটা বেজে গেছে, নামাজ পড়ে ওমনি চলে আসবা।’ সোহানের মনে পড়ে গেল, তার আজকে নিলার সঙ্গে দেখা করার কথা রমনা পার্কে। তাড়াহুড়ো করে উঠে অজু করে নামাজ পড়েই রওয়ানা হলো সোহান।

ওরা দুজন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আজ তিন বছর ধরে প্রেম করে আসছে। রাতে দুই ঘণ্টা কথা বলে আর সপ্তাহে দুদিন পার্কে হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্যারিয়ার আর দ্বীনদারি নিয়ে আলোচনা করে। ওদের অনেক বন্ধুরাই প্রেম করে, রুম ডেট করে, কেউ কেউ আবার একসঙ্গে লিভ টুগেদারও করে। কিন্তু ওরা দুজন হাত ধরে হাঁটে আর বিশেষ দিবসে কপালে চুমু দেওয়া ছাড়া আর বেশি কিছুই করে না। নামাজও পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু মাঝে মাঝে রাতভর কথা বলার কারণে ফজরের নামাজটা কাজা হয়ে যায়। ওরা ওদের এই সম্পর্কে হালাল মনে করে অন্যদের সাথে নিজেদের তুলনা করে আর গর্ববোধ করে।

সোহান হেঁটেই পার্কে রওয়ানা হয়। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পায়, মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছে মেরাজ। দাড়ি-টুপি আর পাঞ্জাবি পরা মেরাজের কপালে নামাজের কালো দাগ। দুই বছরে কত বদলে গেছে মেরাজ। আধুনিক পোশাক আর মডেলিং ছবির জন্যই এই মেরাজ একসময় কলেজের সব মেয়েদের আকর্ষণ ছিল। সালাম বিনিময় ও কুশল শেষ করে—

‘কোথায় যাবে সোহান?’

‘রমনা পার্কে নিলা অপেক্ষা করছে, ওখানেই যাচ্ছি।’

‘নিলা? মনে হচ্ছে চিনতে পারছি না।’

‘আমার পবিত্র প্রেমের একমাত্র অধিকারী যে, সে হলো নিলা।’

‘তুমি তোমার জীবনের সব থেকে বেশি ভালোবাসো কাকে?’

‘আমার আন্মু, আর তারপর নিলাকে।’

‘তাহলে তুমি কি তাদের আল্লাহর থেকেও বেশি ভালোবাসো?’

‘আল্লাহকে তো ভালোবাসিই।’

‘আল্লাহকেও ভালোবাসো আবার মেয়েটিকেও ভালোবাসো—এ কেমন ভালোবাসা?’

‘আমাদের ভালোবাসা পবিত্র । তুমি কী মনে করো মেরাজ?’

‘তুমি তাহলে ভালোবাসার প্রকারভেদ সম্পর্কে জানোই না ।’

‘বলো তাহলে শুনি ।’

ভালোবাসার আদ্যোপান্ত বলতে শুরু করে মেরাজ । ভালোবাসা হলো দুই ধরনের; উপকারী ভালোবাসা ও অপকারী ভালোবাসা ।

উপকারী ভালোবাসা হলো—

১. আল্লাহকে ভালোবাসা ।

২. আল্লাহর ওয়াস্তে অন্য কিছুকে ভালোবাসা (আল্লাহ যা ভালোবাসেন, তা ভালোবাসা) ।

৩. এমন কিছুকে ভালোবাসা—যা আল্লাহর আনুগত্য করার এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকার জন্য সহায়ক ।

অপকারী ভালোবাসা হলো—

১. আল্লাহর সাথে অন্যকিছুকে ভালোবাসা ।

২. আল্লাহর অপছন্দনীয় কিছুকে ভালোবাসা ।

৩. এমন কিছুকে ভালোবাসা—যা আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অথবা তাঁর ভালোবাসাকে কমিয়ে দেয় ।

উপকারী ভালোবাসাই হলো সত্যিকারের ভালোবাসা । আর বাকিগুলো সব শয়তানের ধোঁকা, ফাঁদ । আমাদের সমাজে প্রচলিত বিবাহবহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক— যা প্রেম বা ভালোবাসা নামে পরিচিত; তা যতটাই সৎ উদ্দেশ্যে করা হোক না কেন, তা নিঃসন্দেহে ইসলাম সমর্থন করে না । ইসলাম বলেছে—‘নারীকে পর্দায় আবৃত হওয়ার জন্য, মাহরাম ব্যতীত অন্য কারও সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করতে ।’ সূরা আহজাব : ৫৯, সূরা নূর : ৩১

সেখানে প্রেম কীভাবে পবিত্র হয়

সোহান—‘ঠিক আছে, আমরা তাহলে কথা বলব না, দেখাও করব না । কিন্তু আমরা যদি টেক্সট বা চ্যাট করি, তাহলে তো সমস্যা নেই ।’

মেরাজ—‘তুমি মনে হয় এই হাদিসটা সম্পর্কে অবগত না, তাই এমনটা বললে । আমি বলছি, তুমি শোনো—

“চোখের যিনা হলো দেখা, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, কু-প্রবৃত্তি কামনা করে ও খায়েশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে ।” বুখারি : ৬২৪৩

অনলাইন আসক্তি নিয়ন্ত্রণ

এক

আপনার প্রিয় মানুষটি যখন রাতের বিষণ্ণতায় ডুবে আপনাকে তার জীবনের কথা বলছে, আপনি সেটা না শুনে ঠিক সেই সময় ডুবে আছেন অন্য কারও পোস্ট দেখায়। কিছুক্ষণ বলতে থাকার পর প্রিয় মানুষটি যথাযথ আগ্রহ অনুভব করছে না আপনার থেকে। আচমকা তখন সে চুপ হয়ে যায়। এই প্রিয় মানুষটি হতে পারে আপনার মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধুবী।

প্রায়ই এই ঘটনা ঘটতে থাকে আপনাদের মধ্যে। আপনি হয়তো ভাবছেন, এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু একই ঘটনা আপনার প্রিয় মানুষটির মনে বড়ো বড়ো দাগ রেখে যায়। তার প্রতিনিয়ত মনে হতে থাকে, তার কথা শোনার মতো কেউ নেই। প্রচণ্ড রকমের মন খারাপ নিয়ে আপনার প্রিয় মানুষটি আপনাকে কিছু কথা বলছে, আর তখন আপনি পুরো কথা না শুনেই শুরু করলেন তাকে জ্ঞান দেওয়া। আপনাকে কয়েকবার বলার পরও আপনি অবহেলা ভরে ‘বুঝছি’ বলে বিস্তর জ্ঞান দেওয়া শুরু করলেন।

আপনার প্রিয় মানুষটি কয়েকবার চেষ্টা করার পরও যখন আপনাকে বোঝাতে পারল না, চুপ হয়ে গেল। এই ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে আপনাদের মাঝে। আপনি খুব একটা আমলে নেন না, কিন্তু এই একই ঘটনা আপনার প্রিয় মানুষটিকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তাকে বোঝার মতো কেউ নেই। সম্পর্কের মধুরতা হারিয়ে যায়। সম্পর্কে গ্যাপ তৈরি হয়। সম্পর্কের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলো পতিত হয় ডিপ্রেশনের দিকে।

তারপর একদিন বৃষ্টিভেজা সকালে আপনি জানতে পারবেন, আপনার প্রিয় মানুষটি আর নেই। সাম্প্রতিক এ রকম একটা আত্মহত্যার ঘটনা জেনেছিলাম।

প্রতিটা সম্পর্কে এ রকম ছোটোখাটো ঘটনা অনেক ঘটেই থাকে—যা আমরা খুব একটা আমলে নিই না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্ক কখনো ভাঙে না। সম্পর্ক ভাঙে অবিশ্বাস কিংবা প্রতারণার কারণে। কিন্তু অবিশ্বাস কিংবা প্রতারণায় আত্মহত্যার মতো ঘটনা যে কয়টি ঘটে, তার চেয়ে বেশি ঘটে এই ছোটো ছোটো ঘটনাগুলোকে ঘিরে।

তাই আপনার প্রিয় মানুষ কিংবা কাছের মানুষকে সময় দিন। বুঝতে না পারলে বোঝার চেষ্টা করুন, তবুও অবহেলায় ফেলে রাখবেন না। মনে রাখবেন, যাদের দেখিয়ে আপনি পোস্ট করছেন

কিংবা যাদের পোস্ট দেখে সময় পার করছেন, তাদের কারও কাছেই আপনি আপনার মূল্য পাবেন না একটা সময়। যার কাছে আপনার মূল্য সবচেয়ে বেশি, তাকে একটু মূল্যায়ন করুন।

নাহলে আজ যাদের আত্মহননের খবর শুনে কেন আত্মহত্যা করছে, করা ঠিক হয়নি বলছেন, কয়েকদিন পর আপনাকেই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে।

দুই

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফাওজিয়া ফেসবুকে ঢুকল। ফেসবুকে ঢুকে দেখল, এক বোন একটি ক্যালিগ্রাফি আর্ট করে পোস্ট করেছে। পোস্টটাতে ‘লাভ’ রিঅ্যাকশন দিয়ে ফাওজিয়া কमेंট করল—মাশাআল্লাহ! আপু, খুব সুন্দর হয়েছে। তারপর হোমপেজ থেকে বের হয়ে মন খারাপ করে বসে থাকল। নিজেকে নিজে বলতে লাগল, আমি কিছু পারি না। আমার দ্বারা কিছু হবে না।

সকালের নাশতা শেষ করতে না করতেই ফাওজিয়ার এক দ্বীনি বোন ফোন দিয়ে বলল—‘আমাদের বাসায় এসো, দ্বীনি মজলিশ হবে।’ ফাওজিয়া বলল—‘না আপু আজ না, আরেক দিন। আজ আমার বাসা থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে না।’ কিছুক্ষণ পর ফেসবুকে ওই বোন নিজের ভালোলাগা পোস্ট করল, দ্বীনি মসজির্শে খুব সুন্দর সময় কেটেছে।

পোস্টে লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকল ফাওজিয়া। নিজেকে নিজে বলতে লাগল, সবার কত দ্বীনি সার্কেল! আমার কেউ নেই। ফাওজিয়ার মা ফাওজিয়াকে রান্নায় হেপ্তা করতে বলায় ফাওজিয়া পড়াশোনার অজুহাতে রান্নাঘরে পা বাড়াল না। ফেসবুকে ঢুকে স্টোরিগুলো দেখতে দেখতে এক কাজিনের চমকপ্রদ রান্না দেখল। তাতে লাভ রিঅ্যাক্ট আর রিপ্লায়ে মাশাআল্লাহ লিখে ফেসবুক থেকে বের হয়ে আসছে। আর নিজেকে নিজে শুধাল, সবার রান্নার হাত কত দক্ষ! আমার দ্বারা ভালো রান্না সম্ভব না।

সূর্যোদয়ের বেদনা

এসএসসি দিয়ে তাবলীগে চিল্লায় গিয়েছিল শাওন। শাওন ছাত্র হিসেবে খুবই ভালো। ছোটবেলা থেকে গান শিখেছে, ভালো গান গায়। এই বয়সেই গিটারে তার চমৎকার সুর ওঠে। এসএসসি পরীক্ষা শেষে দুঃসম্পর্কের এক মামার সাথে তাবলীগে যায়। প্রথম প্রথম কেমন যেন লেগেছিল; টুপি পরতে ভাল্লাগতো না, ফজরে উঠতে ইচ্ছা করত না। একদিন তো আমির সাহেবকে ফাঁকি দিয়ে ফজর কাজা করে ঘুমিয়েও ছিল। আমির সাহেব নামাজ শেষে দেখেছেন, কিন্তু কিছু বলেননি। ও ভেবেছিল আমির সাহেব দেখেননি; কিন্তু পরে শুনল—আমির সাহেব দেখেছেন, কিন্তু কিছু বলেননি। ও অবাক হয়ে গেল! ও ভেবেছিল, আমির সাহেব এটা জানলে নিশ্চিত ঝাড়ি দেবে।

বরং ওইদিন আমির সাহেব আরও বেশি আদর করেছেন। সে কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিল, কিন্তু আমিরের আচরণে মুগ্ধ হয়ে গেল। আমির সাহেব বয়স্ক একজন মানুষ, তাবলীগে এসে নামাজ কাজা করে ঘুমিয়েছে, অন্য কোনো জায়গায় হলে তো পেটাত, কিন্তু উনি কিছুই বললেননি; বরং আরও আদর করলেন। ওর মনে বিষয়টা ব্যাপক নাড়া দিলো।

হঠাৎ কী হলো—যেই আমিরকে সে অপছন্দ করত, তিনি হঠাৎ তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল? আমিরের প্রতিটা কথা মানতে তার অন্যরকম এক ভালো লাগা কাজ করত। আন্তে আন্তে মনে হলো—তার নিজের মধ্যেই একটা পরিবর্তন আসছে। আন্তে আন্তে তার জন্য টুপি ছাড়া থাকাই মনে হয় কঠিন হয়ে গেল। তার মামা তাকে অনেক দিন পাঞ্জাবি পরতে বলছে, কিন্তু সে শার্ট বা গেঞ্জি পরেই মসজিদে থাকত। মামা মাঝে মাঝে বললেও আমির সাহেব কখনো তাকে সরাসরি কিছুই বলেননি। তবে মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের ফাজায়েলগুলো আলোচনা করতেন।

একদিন হঠাৎ তার মনে হলো—আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসার দাবি করি, তাহলে তাঁকে কেন অনুসরণ করব না? চিল্লা দিয়ে যখন সে বাসায় এলো, তার মুখে দাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি। বাসায় ঢোকান প্রথমেই মা'কে একটা সালাম দিলো। জীবনের প্রথম এতদিন বাসার বাইরে, মা হঠাৎ দেখে এক চিৎকার করে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করল। কিছুক্ষণ পর বাবা বাসায় এলেন, অনেক দিন পর ছেলেকে দেখে ভেবেছিলেন জড়িয়ে ধরবেন, কিন্তু ছেলের মুখের দাড়ি, পাঞ্জাবি, গোড়ালির ওপর প্যান্ট দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

চিৎকার শুরু করলেন—‘আমি ছেলেকে কী বানাতে চেয়েছি, সে কী হয়ে এসেছে! এখনই যা, সেলুনে গিয়ে দাড়ি কেটে আয়। আর ঘরে টি-শার্ট পর। এসব তাবলীগের লেবাস তাবলীগে যাইয়া দেখাইস, এখানে এসব চলবে না।’

তার বুকের বাম পাশে চিনচিন করে উঠল। যে বাবা তাকে কখনো ঝাড়ি দেয়নি, সেই বাবা আজকে তাকে এভাবে ধমকাচ্ছে। সে কোনো কথা বলল না। চিল্লা থেকে আসার আগের দিন আমির সাহেব সবাইকে নিয়ে মোজাকারা (আলোচনা) করছেন, বাসায় এসে কেমন ব্যবহার করবে। তিনি বারবার বলেছিলেন—‘বাসায় হয়তো তোমাদের এই পরিবর্তন মেনে নিতে চাইবে না, কিন্তু তোমরা কখনো বাবা-মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না।’ সে চুপচাপ বাবার কথা শুনে নিজের রুমে গিয়ে বসে থাকল।

বাসায় খালাতো বোন, চাচাতো বোন আসছিল তার সাথে দেখা করতে, সে দেখা করতে চাইল না। মা জোর করে নিয়ে গেল, মাথা নিচু করে কিছু টুকটাক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসে রুমে বসেছিল। ডাইনিং টেবিলে তারা তাকে নিয়ে ব্যাপক মজা করা শুরু করল। আরে আমাদের শাওন তো আইএস-এর ট্রেনিং নিয়ে আসছে। মোল্লা হয়ে গেছে। মসজিদের মুয়াজ্জিন হবে। একজন আবার টিপ্পনী কেটে বলল—‘আরে, এখন তো শাওনকে শুধু শাওন বলা যাবে না; বলতে হবে আল্লামা শাওন!’ শুনে বাকিরা সে কী হাসাহাসি!

এদিকে শাওনের কলিজা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ভাবছে একটা জবাব দিয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল আমির সাহেবের মুখে শোনা হাদিসের কথা—

‘যখন কেউ গালি দেয়, সে যদি চুপ থাকে, তাহলে একজন ফেরেশতা তার পক্ষ থেকে জবাব দেয়।’

এই ভেবে সে চুপ করে গেল। রাগে তার শরীর জ্বলছিল। আর সহ্য করতে না পেরে সে মসজিদে গিয়ে অজু করে আল্লাহ তায়ালার কাছে হাউমাউ করে কেঁদে কেঁদে তার বাবা-মায়ের জন্য হিদায়াতের দুআ করতে থাকল।